JAN. 21 2001

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বোর্ডের বইয়ের তীব্র সঙ্কটের কারণে অবৈধ ও নিম্নমানের নোট কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে

মাসুদ কামাল

মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক না পাওয়া গেলেও বাজার সয়লাব এখন নিষিদ্ধ ঘোষিত নোট বইয়ে। বোর্ডের বইয়ের তীব্র সঙ্কটের কারণে চার-পাঁচ গুণ মূল্যে সাধারণ মানুষকে অবৈধ এবং নিম্নমানের এসব নোট বই বাধ্য হয়ে কিনতে হচ্ছে। বাংলাবাজারে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নাকের ডগায় প্রকাশ্যে ছাপা ও বিক্রি হচ্ছে নোট বই। খুচরা বিক্রেতারা আগে থেকেই ঘোষণা দিয়েছে, পাঠ্যবই পেতে হলে সঙ্গে নোট বইও নিতে হবে। এভাবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে এবার কেবল নোট বই বাবদ অসাধু ব্যবসায়ীরা হাতিয়ে নেবে কমপক্ষে ৫০০ কোটি টাকা।

বাংলাবাজারসহ দেশের সকল লাইব্রেরিতে প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে এখন সকল শ্রেণীর নোট বই। অথচ ১৯৮০ সালে সরকার আইন করে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সকল ধরনের নোট বই নিষিদ্ধ করা করেছে। আইন অনুযায়ী, নোট বা গাইড বই মুদ্রণ, প্রকাশ, আমদানী, বিক্রয় কিংবা বিতরণ করা যাবে না। আইন লঙ্ঘনকারীর জন্য রয়েছে সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং ২৫ হাজার টাকা জরিমানার বিধান। ২০ বছর আগে আইনটি যখন হয়, তখন তা সকল মহলে বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছিল। প্রথম কয়েক বছর নোট বই প্রকাশ বন্ধও ছিল। কিন্তু ৫-৭ বছর পর থেকেই দু'একটি করে নোট বা গাইড বই প্রকাশ শুরু হয়। বর্তমানে এ প্রবণতা দেখা যাচ্ছে মহামারী আকারে। এ বছর পাঠ্যপুস্তক নিয়ে স্মরণকালের বৃহত্তম সঙ্কট সৃষ্টির কারণে আরও রমরমা হয়ে উঠেছে এই নোট বইয়ের ব্যবসা।

(১১- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

বোর্ডের বইয়ের

(১২-এর পাতার পর)

সরেজমিনে তদন্ত করে জানা গেছে, বাংলাবাজারের অনেক নামকরা প্রকাশকই রয়েছে এই অবৈধ নোট বই ব্যবসায়ের পিছনে। পাঁচ-ছয়জনের একটি সিন্ডিকেট নিয়মিত স্থানীয় পুলিশকে মাসোহারা দিয়ে থাকে তাদের অবৈধ ব্যবসা নির্বিঘ্নে পরিচালনার জন্য। সিন্ডিকেটের শীর্ষস্থানীয় হিসাবে উচ্চারিত হয় তৌফিক, মহসিন, মুসা, কবির, তাহের—এদের নাম। একাধিক সূত্রে জানা গেছে, বিভিন্ন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে পুলিশের জন্য প্রতিমাসে এক-দেড় লাখ টাকা পর্যন্ত চাঁদা তোলা হয়। এ টাকার ভাগ যায় পুলিশের উর্ধতন পর্যায় পর্যন্ত। নিয়মিত চাঁদা প্রাপ্তির কারণেই পুলিশ সবকিছু দেখেও থাকে চুপচাপ। নিষিদ্ধ নোট বই প্রকাশ্যে বিক্রি হলেও গত পাঁচ বছরে একজন লোককেও এই অবৈধ কর্মের জন্য গ্রেফতার করা হয়নি। ফলে সাজাও হয়নি কারও। আইন প্রয়োগে এই অনীহার কারণেই অসাধু নোট বই ব্যবসায়ীরা তাদের অপকর্মে হয়ে উঠেছে দারুণ বেপরোয়া।

অবৈধ এই নোট বইগুলোতে প্রকাশক হিসাবে টু স্টার, রেখা প্রকাশনী, কাজল ব্রাদার্স, গ্যালাক্সি—এ রকম নাম দেখা যায়। এর মধ্যে কিছু কিছু প্রকাশনীর বাস্তবে কোন অস্তিত্বই নেই। জানা গেছে, একাধিক বড় প্রকাশনী সংস্থার কর্ণধাররাই রয়েছে এসব বায়বীয় প্রকাশনা সংস্থার পিছনে। অর্থ এবং পেশীর এতই দাপট তাদের যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সৎ প্রকাশক অন্যায় এসব কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে মুখ খুলতেও ভয় পান। এ রকমই একজন প্রকাশক জানান, নোট বইয়ের দাম বেশি। লাভও বেশি। খুচরা বিক্রেতারা যেখানে বোর্ডের বই থেকে ২২ শতাংশ কমিশন পায়, সেখানে নোট বই থেকে তারা পায় ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কমিশন। ভুলে ভরা এবং অতি নিম্নমানের এসব নোট বইয়ের দামও হয় আকাশচুম্বী। যেমন অষ্টম শ্রেণীর বোর্ডের ইংরেজী বইয়ের দাম ২৮ টাকা ২৭ পয়সা। অথচ গ্যালাক্সি পাবলিকেশন কর্তৃক প্রকাশিত